দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৫৩

৭২

চিঠিপত্র

বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

গত জুলাই মাসের নয় তারিখ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তি'র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২ সালের বিএ/বিএসসি/বিকম/বিএসএস (পাস) পরীক্ষায় অকৃতকার্য সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরবর্তী পরীক্ষা 'সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে'। এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর আমরা যারা "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীন ১৯৯২ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় ড্রপ দিই এবং নানা কারণে পুনঃ পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে দেখা করি— তাকে জিজ্ঞাস করার সাথে সাথে তিনি উত্তর দিলেন ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা আর নিবে না এবং তিনি একটি প্রতিবাদলিপি দেখালেন। ৯ জুলাই-এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে।

তারপর আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের সমস্যার কথা বলি, তারা সোজা উত্র দিলেন ১৯৯২ সালের পূর্বের রেজিস্ট্রিকৃত স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বের ছাত্রদের পরীক্ষা নেবে। ১৯৯৩ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার তারিখ ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছে— অথচ ১৯৯২ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফলাফল এখনো প্রকাশ করা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বললেন, অক্টোবর-এর শেষ সপ্তাহ অথবা নভেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহের দিকে ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে। আমরা এখন কি করব যারা চার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হব। আমরা কি আর পরীক্ষা দিতে পারব না? বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে এই মরণ খেলায় মেতেছেন কেন? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অবিলম্বে আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন এবং ঘোষণার মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিন— কোথায় আমরা পরীক্ষা দেব কারা নিবে আমাদের পরীক্ষা।

—শাহীন, আওরঙ্গজেব, রিপন, মামুন, মতিন।